প্রশ্ন- ২৪ ঃ ইবনে সামছ ২৪নং দাবীতে বলেছে- *"ইস্‌তিনজা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা সুন্নাত পরিপন্থী। নবী করিম (দঃ) এ ব্যাপারে সুফীদের মত আজেবাজে কাজ করতেন না। যেমন, পুরুষাঙ্গ ধরে টানাখিচা করা, কাশাকাশি করা, গলা ঝাড়া দেয়া, রশি ধরে হেলাদোলা করা, সিড়িতে উঠানামা করা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে তুলা ঢোকানো, বারবার পানি ঢালা আর ঘুরাফেরা করা- এ সবকিছুই কল্পনা বিলাসীদের আবিস্কার"* (যাদুল মা আদ ১ম খন্ড পৃ: ১১২)।

এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছের উক্ত হাওয়ালাকৃত কথা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ ইস্‌তিনজা বলতে শুধু প্রস্রাব থেকে পাক হওয়া বুঝায়না- বরং পায়খানা থেকেও পাক হওয়াকে বুঝায়। ইবনে সামছ একটি প্রচলিত রীতিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অপরটি ভুলে গেছেন। হাওয়ালা দিয়েছেন যাদুল মাআদ কিতাবের। উক্ত কিতাবের লেখক ইবনে সামছের মত এমন অশালীন ও টিটকারী মূলক উক্তি করেছেন কিনা- ইবারত উল্লেখ করলে বুঝা যেতো। তা না করে শুধু নাম ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করা অবৈধ। সুফীদের কাজকে আজেবাজে ও কল্পনা বিলাস বলা অশালীন কথা। মনে হয় সে নিজে ইসতিনজা করে না। ইস্‌তিনজা করা পাক পবিত্রতার জন্য জরুরী বা ওয়াজিব। পায়খানার ক্ষেত্রে তিন ঢিলা এবং প্রস্রাবের ক্ষেত্রে এক ঢিলা বা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম। ইহা হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। ঢিলা কুলুখের পর পানি ব্যবহার করা অধিক উত্তম। আর যদি পায়খানা তরল হয় ও পায়খানার রাস্তা অতিক্রম করে অন্যত্র লেগে যায়, তবে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। ফিকাহ্ গ্রন্থ ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেশাব পায়খানা থেকে পাক হওয়া ওয়াজিব। চাই ঢিলা বা কাপড় দিয়ে হোক, অথবা পানি দিয়ে হোক– তবে ঢিলা ও কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নাত এবং তিন ঢিলা ব্যবহার করা উত্তম। পানি ব্যবহার করা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় (সুরা তওবা)। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি করা বা অস্বাভাবিকভাবে বাহ্যিক পরহেযগারী করা ঠিক নয়। পেশাবখানা ও পায়খানার ভিতরে গোপনে যদি কেউ একাজ করে, তবে আপত্তিও করা যাবেনা। জনসম্মুখে এসব করা অবশ্যই বেয়াদবী ও অভদ্রতার শামিল। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে দেখা যায়– তারা একসাথে দুই কাম করে– এক হাতে কুলুখ, আর এক হাতে মিছওয়াক। এটা জঘন্য অপরাধ। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার ও বাড়াবাড়িকে

www.sunnibarta.com

সুফীদের কল্পনা বিলাস বলা মূলতঃ ঐ কাজকে নিরোৎসাহিত করার সামিল। এটা ঠিক নয়। সুফীদের উপর কটাক্ষ করা আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার শামিল (বুখারী শরীফ)।

ইস্‌তিনজার ফযিলত সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা অতি উন্নতমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) বর্ণনা করেন– "এক মুশরিক ব্যক্তি আমাকে ঠাট্টা করে বললো- তোমাদের নবী দেখছি প্রস্রাব পায়খানা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেন? আমি বললাম- হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ঐসময় কিব্‌লামূখী হতে নিষেধ করেন, ডানহাতে শৌচ কাজ করতেও নিষেধ করেন এবং তিন ঢিলার কম ব্যবহার করতেও বারন করেন, গোবর ও হাড় দিয়ে ইছতিনজা করতেও নিষেধ করেন"। (মিশকাত)

–অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিন ঢিলাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে এরশাদ করেছেনঃ

وَ مَنْ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ– مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَ مَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ اِبْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِيُّ–

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। বেজোড় করলে উত্তম হবে। আর যদি না করে তাহলে কোন ক্ষতি নেই" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারামী)।

–উক্ত হাদীস অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন- তিন ঢিলা ওয়াজিব নয়- তবে উত্তম। ইবনে সামছ ইসতিনজার মাছআলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।